

নফসের জিহাদ বড় জিহাদ!

একই বিষয়ে আরও

একটি বয়ান শোনা যেতে পারে-

আলোচনা করেছেন,

মুফতি শামসুল হক

ইউটিউব লিংকঃ

bit.ly/2GzrTgh

**'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড়
জিহাদের দিকে ফিরে আসলাম।**

**আর তা হলো, নফসের সাথে
জিহাদ!'**

**এটা কি আসলেই
রাসূল (সঃ) এর হাদীস?**

জিহাদের প্রসঙ্গ আসলেই অনেক ভাইকে বলতে শোনা যায় জিহাদ দুই রকম; আর সেগুলো নাকি, জিহাদ আল আকবর (বড় জিহাদ) যা নফসের বিরুদ্ধে করা হয় এবং জিহাদ আল আসগর (ছোট জিহাদ) যা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে করা হয়।

নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে তারা একটি হাদীস ব্যবহার করে, সেটা হলো, রাসূল (সা) বলেছেনঃ ‘আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে প্রবেশ করলাম।’ রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ বড় জিহাদ কী? তিনি (সা) বললেন, ‘নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ’।

কারো কারো কথা থেকে অনুমিত হয়, জিহাদ ছেড়ে শুধু তাসাওউফে লেগে থাকাই শ্রেয়। এটাই যেন হাদীসটির উদ্দেশ্য।

যদিও এটা সত্য যে, নফস বা শয়তানের বিরুদ্ধেও জিহাদ রয়েছে, কিন্তু এই জিহাদ কখনোই আল্লাহর দৃষ্টিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জিহাদের চেয়ে বড় নয়। কেননা, **প্রথমত**, কুরআন-হাদীসের শত শত আয়াত ময়দানের জিহাদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়ত, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের ব্যবহৃত কথাটি বাস্তবে রাসূল (সঃ) এর হাদীস কিনা সেটা জানতে সালফে-সালেহীনদের তাহকীক দেখা জরুরী!

ছোট জিহাদ ও বড় জিহাদের বর্ণনা

কোন জাতি যখনই পরাজয়ের অতল গহ্বরে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়। পরাজয়ের তিলক চিহ্ন তাদের ললাটে চিরস্থায়ী অভিশপ্ত রূপে স্থান করতে থাকে ঠিক তখনই দুর্বলতা ও হীনমন্যতার তিমির আঁধার আচ্ছাদিত করে নেয় স্বচ্ছ হৃদয় কুঠুরিকে। গোটা জাতিসত্তায় ছড়িয়ে পড়ে কাপুরুষতা। যবানে উচ্চারিত হতে থাকে এমন অসঙ্গত, ভিত্তিহীন বক্তব্য যা কেবল জাতিকে হাত-পা গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা ও স্বস্থান থেকে পেছনে চলতেই সাহায্য করে।

ইসলামের চির দুশমন ইয়াহুদী-নাসারা আনন্দ চিন্তে হতভাগ নেত্রে অবলোকন করতে থাকে সে জাতির করুণ দৃশ্য, যারা পূর্ণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ, দিগ্বিজয়ী বীর, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই নিজেদের ধবংশ ফাঁদ তৈরি করে। নিজেরাই নিজেদের ধর্মবিরোধী মন্ত্র তৈরি করে তাকে আবার গ্রহণ যোগ্যতার লক্ষ্যে ধর্মীয় কথা বলে বিক্রি করে।

এ সকল সাজানো কিছু কথাই মুসলমানদেরকে মান-মর্যদা, ইজ্জত-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ আসন থেকে ছিন্ন করে নিষ্ক্ষিপ্ত করে অপমান, অপদস্ততা ও গোলামীর অতলগহ্বরে। সুযোগ করে দেয় স্বার্থান্বেষী, লোভী, আরাপিয়াশী, নির্বোধ, অলস মুসলমানদের জন্য, তারা আত্মরক্ষার ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে মন্ত্রতুল্য বাক্যগুলোকে, সে সকল বাক্যের মাঝে অন্যতম হল।

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قالوا وماالجهاد الاكبر

قال جهاد القلب

‘আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি ধাবিত হয়েছি। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় জিহাদ কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসালাম ইরশাদ করলেন অন্তরের জিহাদ ।’

এ বাক্য থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের দুশমন কাফির মুশরিকদের মুকাবিলা করে আল্লাহ তা‘আলার যমিনে দীন প্রতিষ্ঠা করা ছোট জিহাদ, জান-মাল উৎসর্গ করে যুদ্ধের ময়দানে গর্দান কাটিয়ে রক্ত প্রবাহিত করে জীবন বিসর্জন দেয়া ছোট কাজ, ছোট জিহাদ, ছোট শহীদ । এই অসঙ্গত চিন্তা-চেতনাও ভিত্তিহীন বক্তব্যই মুসলমানদেরকে তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার ও সাহসী কর্মপন্থা থেকে বিরত রেখেছে তাই এ ব্যাপারে মুসলমানদের স্বচ্ছ ধারণা ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য । নিম্নে শুধু উল্লেখিত একটি বাক্যের জওয়াব তুলে ধরছি । এরূপ আরো বহু বাক্য আসতে পারে । আল্লাহ তা‘আলা হিফাযত করুন ।

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)-এর বক্তব্য

আল্লামা মোল্লা ক্বারী (রহ.) তাঁর রচিত প্রসিদ্ধগ্রন্থ ‘মাওজুয়াতে কারীর’-এর একশত সাতাশ পৃষ্ঠায় ‘রা’ অক্ষরের অধীনে উল্লিখিত বাক্য-

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

উল্লেখ করে, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর বরাত দিয়ে বলেন, বর্তমানে উল্লিখিত বাক্যটি মানুষের মুখে মুখে হাদীস হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছে অথচ এটা কোন হাদীস হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছে অথচ এটা কোন হাদীস নয় । এটা ইব্রাহীম ইবনে আবলাহ নামক ব্যক্তির একটি উক্তি মাত্র ।

তানজীমুল আশতাত -এর বর্ণনা

মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ তানজীমুল আশতাত-এর প্রথম খন্ডের উনসত্তর পৃষ্ঠায় ‘তা‘আলিকুস সাওয়া ও তাফসীরে বাইজবীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লামা ইবনে তাইমীয়া (রহ.) বলেন-

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই ।

আল্লামা ইবনে নোহহাস (রাহ.)-এর বর্ণনা

ইমামুল মাগাজী আল্লামা ইবনে নোহহাজ (রাহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ জিহাদগ্রন্থ মাশারিউল আশওয়াক ইলা মাসারীউল উশশাক -এর ভূমিকায় উল্লেখ করেন, ইসলামের চির দুশমন কাফির মুশরিকরা যখন দেখল যে, মুসলমান তাদের আত্মরক্ষার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলার ভূখন্ডে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদকে মূল হাতিয়ার হিসাবে অবলম্বন করেছে। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে জিহাদ প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন, কোথাও হাটুগেরে বসার সুযোগ পাবে না। কেননা জিহাদের বরকতে ও আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে মুসলমান মাত্র অর্ধশত বছরের কম সময়ে অর্ধদুনিয়াকে বিজয় করে নিয়েছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসলামের দুশমনরা কয়েক বছর গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, জিহাদের মিশনকে ভেঙ্গে দিতে পারলে বা কোনভাবে তা কমজোর করতে পারলেই তা সফলতায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু এতো অসাধ্য সাধনে মরিয়া হয়ে উঠল, তারা সর্বশক্তি দিয়ে নিজেদের মিশনে সফলতা লাভ করতে চাইল। সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এক নতুন সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল। মুসলমানদের মাঝে প্রবেশ করে জিহাদকে 'আসগর' ও 'আকবার' রূপে বিভক্ত করে দিল। নফসের সাথে জিহাদকে বড় জিহাদ ও দুশমনের মুকাবিলায় যুদ্ধ করাকে ছোট জিহাদ হিসাবে সাব্যস্ত করল।

ইসলামের দুশমন তাদের এ মিশনে পরিপূর্ণ সফলতা লাভের জন্য এ বাক্যটিকে হাদীস বলে চালিয়ে দিল এবং এর নিসবত জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর দিকে করে দিল কারণ তারা জানে মুসলমানদের নিকট অতি সহজে একটি বিষয়ে গ্রহণ যোগ্যতা লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর দিকে নিসবত করাই সর্বাধিক সহজ পথ।

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

কে হাদীস হিসাবে দাঁড় করাল, অথচ এ বাক্যটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি নিসবত করা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তা

ছাড়া হাদীসের কোন কিতাবে এ বাক্যটি সরাসরি হাদীস রূপে উল্লেখ নেই। ইব্রাহিম ইবনে আবলাহ (রহ.) -এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যদিও তিনি একজন গ্রহণযোগ্য রাবী তথাপি আল্লামা কুতনী (রাহ.) বলেন, ইব্রাহীম ইবনে আবলাহ -এর প্রতি নিসবত করারও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ উল্লেখ নেই।

ভিত্তিহীন এ হাদীসের প্রভাব সাধারণ মুসলমানদের উপর এমনভাবে প্রভাব পড়েছে যে তারা নফস ও শয়তানের সাথে মুকাবেলাকে বড় জিহাদ হিসাবে ধরেছে এবং কাফেরদের সাথে কৃত ছোট জিহাদকে পরিত্যগ করে পার্শ্ব অবলম্বন করে নিয়েছে। যিকির-যিকিরের সাথে তাসবীহ হাতে নিয়ে ইবাদতে এমন মশগুল হয়েছে যে, দুনিয়া কাফেরদের জন্য খালি করে দিয়েছে আর এ সুযোগে সমস্ত কুফরী শক্তি দুনিয়ার মসনাদগুলোকে দখল করে নিয়েছে। মুসলমান আবদ্ধ হয়েছে গোলামীর জিঞ্জিরে।

শাহ আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর বর্ণনা

শাহ আব্দুল আজিজ (রহ.) কর্তৃক রচিত প্রসিদ্ধ ফতুয়ার কিতাব ফতুয়ায়ে আজিজীর একশত দুই পৃষ্ঠায় এক প্রশ্নের জাওয়াবে বলেন, এ বাক্যটি সুফীয়াদের কিতাবসমূহে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। তাদের নিকটই এবাক্যটি হাদীসে নববী। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দেসও কোন কোন কিতাবে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছে, আমার এখন পুরোপুরি স্মরণ নেই কোন কিতাবে আমি তা দেখেছি। যা হোক যদি বাক্যটিকে তার আসল অর্থে ধরা হয় তবে তার উদ্দেশ্য এই হয় না যে, জিহাদে আকবারের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে কাফিরের সাথে মুকাবিলাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করে বসে যাবে। বরং নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে অধিক মুজাহাদা করবে এটাই সুফীয়ায়ে কিরামগণের সুস্পষ্ট অভিমত।

আল্লামা ফজল মুহাম্মদ সাহেব মুহাদ্দীস বিন নূরী টাউন করাচী (দা. বা.) বলেন, শাহ সাহেব (রহ.)-এর বক্তব্য একথা সুস্পষ্ট যে এ বাক্যটি সুফিয়ার হতে পারে, এটা কোন হাদীস নয়।

খতিবে বাগদাদী (রহ.)-এর বর্ণনা

খতিবে বাগদাদী ও কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম পূর্বোক্ত বাক্যের নায় ভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেন যার অর্থ হল- ‘হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে কিরামদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, সুসংবাদ তোমাদের জন্য! সুসংবাদ!! তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করছ। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, বড় জিহাদ কোনটি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, খাহেশাতের বিরুদ্ধে জিহাদ করাই বড় জিহাদ।’

এ হাদীস বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসীনে কিরামদের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ‘খলফ ইবনে মুহাম্মদ খিয়াম’ যার সম্পর্কে আসমায়ে রিজালের বিশেষজ্ঞ আল্লামা হাকেম (রহ.) বর্ণনা করেন যে, এ ব্যক্তির বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অপর একজন আসাময়ে রিজালের বিজ্ঞ, আল্লামা (الويعلى خليل) আবু ইয়ালী নিজেরই সন্দেহ সৃষ্টি হত। কখনো কখনো এমনও হাদীস বর্ণনা করতেন যা অন্য কারো কাছেই তার কোন সন্ধান ছিল না।

অপর বিজ্ঞ আলেম আল্লামা আবু যারা‘আ (রহ.) এ বর্ণনাকারীর হাদীস থেকে সবাইকে বিরত থাকার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন।

উল্লিখিত হাদীসের অপর একজন বর্ণনাকারী (یحیى ابن علاء)

ইয়াহইয়া ইবনে আলাহ যার সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবেন হাম্বল (রহ.) বলেন, এ লোকটি বড় মিথ্যাবাদী। সে হাদীসকে মনগড়াভাবে বর্ণনা করত। আল্লামা ইবনে আদী (রহ.) বর্ণনা করেন। এ ব্যক্তির সমস্ত হাদীস মনগড়া।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বর্ণনা করেন, কতিপয় মানুষ যারা বর্ণনা করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে বর্ণনা করেন-

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

অর্থ, আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি, এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই।

আল্লামা রশিদ আহমদ গান্জুহী (রহ.)

নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের এক হাদীস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ওলামায়ে দেওবন্দের সারেতাজ আল্লামা রশিদ আহমদ গান্জুহী (রহ.) বলেন, যা তার প্রসিদ্ধ কিতাব কাউবুদ্ দুরারের প্রথম খন্ড ৪২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে তা হল এই-

ولا يخفى ما بين الجهادين من الالتام والاتصال فان مجاهدة الكفار

لا تخلو عن مجاهدة النفس ولا تتصور دونها ومجاهدة النفس اذا كملت

لا تكاد تترك الرجل لا يجاهد الكفار بلسانه او بسيفه

একথা কোন গোপন বিষয় নয় যে, নফসের সাথে জিহাদ ও কুফুরের বিরুদ্ধে জিহাদ এ দুই -এর মাঝে পরস্পর এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা কুফুরীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাঝে নফসের সাথে মুজাহাদা হয়েই থাকে। নফসের সাথে কঠিন মুজাহাদা ব্যতীত কুফুরীর সাথে লড়াইয়ের কল্পনাই করা যায় না। আর নফসের সাথে মুজাহাদা হল, যার নফস পরিপূর্ণ হয়ে যাবে মুজাহাদার জন্য সে কাফিরের সাথে লড়াই ব্যতীত সময় অতিবাহিত করতে পারে না। সর্বদা তার সংঘাত চলতে থাকে কুফুরী শক্তির সাথে চাই তা যবান দ্বারা হোক বা তলোয়ার দ্বারা।^{২১}

জিহাদ আকবর কিসের নাম ?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই এসব লোকের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে

গেছে যারা “জিহাদ মা‘আল কুফফার” ও “ক্বিতাল ফী সাবীল্লাহ” -এর গুরুত্বকে খাটো করার জন্য জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ) ও জিহাদে আসগরের (ছোট জিহাদ) দর্শন ব্যবহার করেন। তাদের বক্তব্য হলে, নফসের (প্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ এবং ক্বিতাল ফী সাবীল্লাহ হল ছোট জিহাদ !

এই ভুল ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। হযরত বলেন-

“আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফিরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতি নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফিরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে।

এই ধারণা ঠিক নয় বরং বাস্তব কথা হল, কাফিরদের সাথে লড়াই করা ইখলাস শূণ্য হলে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নস্তরের কাজ। এ ধরনের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং এর বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে।

কিন্তু কাফিরদের সাথে লড়াই যদি ইসলাসপূর্ণ হয় তবে এই লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাক্কিক (অগভীর জ্ঞানের অধিকারী) সুফীদের বাড়াবাড়ি বরং এই লড়াই অবশ্যক জিহাদে আকবর এবং তা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্রে হচ্ছে।^{২২}

২২. আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়াহ খণ্ড-৪ হিসসা-৫ পৃষ্ঠা-৮২, মালফূয-১০৪১, কিতাবুল জিহাদ-৩৮

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল-

হাদিসটি মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য হিসেবে কোন ভিত্তি নেই। বরং কারো কারো মতে এটি **ইবরাহিম বিন আবলা** নামক শামের এক তাবেরির বক্তব্য।

যদি এটাকে বাস্তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য হিসেবেই ধরে নেয়া হয় তবুও যে অর্থে এটাকে পেশ করা হয় সেটি কখনোই হাদিসের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ-

ক.

কুরআনে কারিমে সূরায়ে নিসার ৯৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট বলেছেন, যারা জিহাদ করে আর যারা ঘরে বসে থাকে উভয়ে সমান হতে পারে না। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের 'দারাজাহ' অনেক উঁচু।

ইবনে তাইমিয়া রহ. 'মাজমুউল ফাতাওয়া' গ্রন্থে (১১/১১১) উক্ত হাদিসকে ভিত্তিহীন উল্লেখ করে বলেন-জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল। এরপর অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে জিহাদের ফযিলত বেশি হওয়া সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস পেশ করেন।

খ.

এখানে লক্ষণীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে, নফসের সাথে মুজাহাদা করার প্রয়োজন সাধারণত নফসের অপছন্দ বস্তুর ক্ষেত্রেই হয়; নফস চায় এগুলো করতে তখন খুবই কষ্ট করে নফসকে বারণ করতে হয়। আর জিহাদ হচ্ছে নফসের কাছে খুবই অপছন্দনীয় এবং অপ্রিয়। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন- 'كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ' তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে অথচ এটি তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।

তাই যারা জিহাদ করবে একই সাথে তাদের
নফসের সাথেও জিহাদ হচ্ছে আবার কাফেরদের
সাথে শারীরিক জিহাদ হচ্ছে। সুতরাং যারা
কাফেরদের সাথে জিহাদে যায় নি তাদের একথা
বলার সুযোগ নেই, যারা জিহাদে রয়েছে তাদের
তুলনায় আমরা বড় জিহাদ নিয়ে বসে আছি।

হ্যাঁ, যারা জিহাদও করে আবার জিহাদ শেষে
বাড়িতে এসেও নিজের নফসের সাথে মুজাহাদায়
মগ্ন থাকে, কখনো নফসের ইচ্ছাকে পূরণ করে
না, এমন ব্যক্তি তার দুই অবস্থার মাঝে তুলনা
করে বলতে পারে, ময়দানে গিয়ে জিহাদের চেয়ে
সবসময় নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বারণ করাই
বেশি কষ্ট দায়ক, বেশি বড়।

প্রতিদানের দিক দিয়ে নয়; বরং কষ্টের দিক দিয়ে
বেশি বড়। কেননা জিহাদ তো হয় অল্প সময়ের
জন্য। আর নির্ধারিত একটি সময়ে কোনো কাজ
সম্পাদন করার তুলনায় সর্বদা কোনো কাজে
লেগে থাকা অনেক কঠিন। তাছাড়া জিহাদ যদিও
আল্লাহর বিধান হিসেবে নফসের কাছে
অপছন্দনীয় তথাপি দুশমকে পরাজিত করার
জন্য নফসের একটি আগ্রহ থাকে যা সব সময়
নামায রোযা ইত্যাদি আদায়ের ক্ষেত্রে থাকে না।

গ.

হাদিসটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐসকল সাহাবীদেরকে বলেছেন যারা জিহাদ থেকে সবেমাত্র ফিরে এসেছেন; যারা একই সাথে কাফেরদের সাথেও জিহাদ করেছেন আবার নফসের সাথেও জিহাদ করেছেন। আমরা যারা জিহাদে না গিয়ে শুধুই নফসের জিহাদে বসে আছি আমাদের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসটি প্রযোজ্য নয়।

ঘ.

এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন তখনই পড়বে যদি এটাকে বাস্তবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস হিসেবে ধরে নেয়া হয়। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মুহাদ্দিসিনে কেলাম এটাকে ভিত্তিহীন বলেছেন। সুতরাং এসব ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নেই।